SUMMIT

মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি- ৪ আগস্ট, ২০১৭

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এলএনজি সরবরাহে যৌথভাবে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল, জেনারেল ইলেকট্রিক ও এক্সিলারেট এনার্জির ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ

সিঙ্গাপুর ভিত্তিক নবগঠিত কোম্পানী সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল (এসপিআই) এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) আজ যৌথভাবে বাংলাদেশে গ্যাসভিত্তিক কম্বাইনড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও একটি ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল উন্নয়ন কার্যক্রমের ঘোষণা দিয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) বাংলাদেশে সামিটের মেঘনাঘাট ২ প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক কম্বাইনড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্থায়নে প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্য দিয়ে সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল মোট ৩০০০ মেগাওয়াটের অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করবে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সফলতার হাত ধরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রমবর্ধমান বাজারে নিজেদের চলার পথকে সম্প্রসারিত করতে চায় সামিট। টেকসই ও দূষণমুক্ত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সামিট তরলকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণ ও গ্যাস রুপান্তরের জন্য এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের (এফএসআরইউ) সহায়তা নেবে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) এর আর্থিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জিই ক্যাপিটালস এনার্জি ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের সাথে ইক্যুয়টি ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই সমঝোতা চুক্তি করে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মূলত প্রতিষ্ঠান দুটি চুক্তিবদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জিই আগামী ৩৬ মাস সামিট এর গ্যাসভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পগুলিতে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে পারবে।

অন্যদিকে ভাসমান টার্মিনালে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহের জন্য সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানীর সাথে মার্কিন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জির ১৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এক্সিলারেট এনার্জি তাদের বিদ্যমান অন্যতম একটি ফ্লোটিং স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) থেকে এই গ্যাস সরবরাহ করবে।

সিঙ্গাপুরের দি ফুলারটোন হোটেলে আয়োজিত এই চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ডের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলাম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি'র প্রধান সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। আরো উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর সরকারের সাবেক মন্ত্রী লিম উই উয়া, ইন্টারন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ (IE) সিঙ্গাপুরের অ্যাসিসটেন্ট সিইও সাতভিন্দর সিং এবং সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান।

সামিট ও জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তিটিতে সই করেন সামিট কর্পোরেশনের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়সাল খান এবং জিই এর পক্ষে সই করেন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও বানমালী আগারওয়াল। অন্যদিকে সামিট ও এক্সিলারেট এনার্জির মধ্যকার চুক্তিটিতে সই করেন সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী (এসএলটিসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এন এম তারিকুর রশিদ ও এক্সিলারেট এনার্জি এশিয়ার জেনারেল ম্যানেজার কার্লমান থাম।

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর উন্নয়নের জন্য আগামী ৩ বছর মেয়াদী ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গত ২০ বছর ধরে সামিট এর সাথে জিই ও আইএফসি'র দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রয়েছে। এই বিনিয়োগ চুক্তি তার অন্যতম উদাহরণ। সামিট এখন অধিক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে সামিটের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। এলএনজি টার্মিনাল উন্নয়নে এক্সিলারেট এনার্জির সাথে প্রথমবারের মতো চুক্তিবদ্ধ হতে পেরে আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এই অঞ্চলে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য আমরা অন্যতম পছন্দসই প্রতিষ্ঠান হতে চাই। এশীয় অঞ্চলে অন্যতম শক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত এবং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সুসম্পর্ক গড়তে চাই।'

জিই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও বানমালী আগারওয়াল বলেন, কৌশলগত এই সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলে সামিটের সাথে আমাদের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেল। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সামিটের সাথে জিই প্রযুক্তি, বিভিন্ন ধরণের সেবা ও অর্থ সহায়তা দিয়ে পাশে থাকতে চায়'।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এর এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের হেড অব নিউ বিজনেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস লুবোমির ভারবানোভ বলেন, 'সামিটের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আমরা বিশেষভাবে মূল্যায়ন করি এবং বাংলাদেশে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে সামিটের প্রধান উদ্দেশ্যকেও আমরা ভীষণভাবে সমর্থন করি। এর আগে ১৯৯৭ সালে আইএফসি সামিটের খুলনা পাওয়ার কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থায়ন করেছে এবং পরবর্তীতে ২০১৫ সালে বিবিয়ানাতেও আইএফসি অর্থায়ন করেছে। এছাড়া সম্প্রতি ২০১৬ অর্থবছরেই আইএফসি, আইএফসি এমার্জিং এশিয়া ফান্ড ও ইএমএ পাওয়ারের সহায়তায় সামিটে অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য সামিট এর মতো প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিতে আইএফসি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এক্সিলারেট এনার্জির জেনারেল ম্যানেজার কার্লমান থাম বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের উন্নয়নে সামিটের অংশীদার হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা নিশ্চিত যে এফএসআরইউ-তে আমাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আগামী দিনে বাংলাদেশের জন্য কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য প্রকল্প নিশ্চিত করবে।'

সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল

সামিট ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করে। সামিট পাওয়ার দেশটির সবচেয়ে বড় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান যা দেশের ১১.৫% শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করে। প্রতিষ্ঠানটির মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াটের বেশী।

অবকাঠামো খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নই সামিট পাওয়ার এর প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য সামিট ২০১৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে ৪ বার সেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে। সামিটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে বিশ্বসেরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে সামিট পাওয়ার তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, এবং ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তৃত করার মাধ্যমে এশিয়ার ক্রমবর্ধমান বাজারে অবকাঠামো খাতের চাহিদা পূরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও প্রযুক্তিগত অংশীদার সমূহ বিশেষ করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি), জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই) এবং ওয়ার্টসিলার সাথে প্রতিষ্ঠানটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যর জন্য:
মোহসেনা হাসান | ইমেইল-mohsena.hassan@summit-centre.com | মোবাইল- ০১৭১৩০৮১৯০৫|